

এক নজরে পবিত্র হজ্জ - ১

“তোমরা আলাহর জন্যে হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণ কর। (সূরা বাক্বারাহ-১৯৭)”

একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় আদেশ পালন ও তাঁর রেজামন্দি হাসিলের জন্য (৮-১২)ই জিলহজ্জ পর্যন্ত ইসলামের বিধান মতে মিনা, আরাফা, মুজদালিফা সহ মক্কায় বাইতুল্লাহ শরীফের জিয়ারত ও বিশেষ আমল সমূহ আদায় করাকে হজ্জ বলে। হজ্জ ইসলামী শরীয়তের মৌলিক ভিত্তি সমূহের মধ্যে ১টি ভিত্তি যাহা বিশেষ শর্ত সাপেবে মানুষের জীবনে মাত্র একবার ফরজ হয়। যথা: ১) মুসলমান হওয়া। ২) বালেগ হওয়া। ৩) আজাদ হওয়া। ৪) শারীরিক ও মানসিক সুস্থ হওয়া। ৫) হজ্জ পালনে আর্থিক সংগতি থাকা। ৬) হজ্জের সময় হওয়া। ৭) হজ্জ যাত্রাপথের নিরাপত্তা হওয়া। ৮) মহিলাদের সাথে স্বামী বা মরমের লোক সাথে থাকা। এই শর্ত সমূহ পাওয়া গেলে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হয়। হজ্জ ফরজ হওয়ার পর তাহা আদায়ের জন্যে আদায়ের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি পবিত্র হজ্জের আহকাম শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামে বর্ণিত পবিত্র আয়াতে বিশেষ দুইটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যথা:

- ১) হজ্জ ও উমরাহ শুধু আদায়ের হুকুম দেয়া হয়নি বরং তাহার পূর্ণতা লাভের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ২) হজ্জ ও উমরাহ শুধু মাত্র আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির জন্যেই হুকুম দেয়া হয়েছে।

সমস্ত আমাল ও ইবাদতে পূর্ণতা লাভ হয় হজ্জুর (সাঃ) এর সুন্নাত মতে যথাসময়ে আল্লাহ তায়ালায় হুকুম পালনে।

মহান আল্লাহ তায়ালায় হুকুম অর্থাৎ তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করাকে ইবাদত বলে। ইবাদতের জন্যেই মানব সৃষ্টি। ইবাদতের দ্বারা আল্লাহ তায়ালায় রেজামন্দি হাসিল হয়। তাঁর রেজামন্দি একমাত্র ধীন ইসলামের প্রতি। এ মর্মে তিনি নিজেই ইরশাদ ফরমান “ইসলামকে তোমাদের জন্যে ধীন হিসেবে পছন্দ করলাম (সূরা মায়দাহ-৩)।” কারো সন্তুষ্টি বা রেজামন্দি হাসিলের জন্যে তার সব কাজ সেভাবে করাই স্বাভাবিক, যে কাজ যেভাবে করলে তিনি খুশি হন। এ মর্মে আলহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান “আয় নবী আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করেন। (সূরা আলে ইমরান- ৩১)

এ মর্মে হজ্জুর (সাঃ) ইরশাদ ফরমান “যে ব্যক্তি মোহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্য করিল সে আল্লাহ তায়ালায় আনুগত্য করিল আর যে মোহাম্মদ (সাঃ) এর অবাধ্য হইল সে আলহ তায়ালায় অবাধ্য হইল(মিশকাত-২৭)।” অতএব হজ্জের আমাল দ্বারা আল্লাহ তায়ালায় রেজামন্দি হাসিল করতে চাইলে তাহা পূর্ণ করতে হবে হজ্জুর (সাঃ) এর সুন্নাত মতে।

পবিত্র হজ্জের নিয়ম সমূহঃ সুন্নাত মতে হজ্জ আদায়ের নিয়ম তিন প্রকার, যথাঃ ১নং হজ্জে ইফরাদ যাহা একই ইহরামে শুধু হজ্জ আদায় করতে হয়। ২নং হজ্জে কিরান যাহা একই ইহরামে হজ্জ ও উমরাহ আদায় করতে হয়। ৩নং হজ্জে তামাত্তু যাহা পৃথক পৃথক ইহরামে হজ্জ ও উমরাহ আদায় করতে হয়। নিজের ফরজ ও নফল হজ্জের জন্য হজ্জে তামাত্তুই উত্তম। অপরের বদলী হজ্জের জন্য হজ্জে ইফরাদ করতে হয়।

তিন প্রকার হজ্জের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব আদায়ের নিয়ম প্রায় একই রকম। সমস্ত ইবাদতে তার ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ বাধ্যতা মূলক। সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহ সেই আমলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও কবুল হওয়ার সহায়ক স্বরূপ। অতএব প্রত্যেক ইবাদতে তাঁর ফরজ, ওয়াজিব যথাযথ আদায়ের সাথে সাথে সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহ আদায়ের দ্বারা ইবাদতকে কবুল হওয়ার লক্ষে তাঁর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির প্রতি যত্নবান হওয়া সকল মাহবুব বান্দার জন্য অতীব জরুরী। এ মর্মে স্বয়ং ইবাদত কবুলের মালিক আলহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান- তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কাজে কে অধিক উত্তম।

(সূরা মুলক-২)

পবিত্র হজ্জের আহকাম

হজ্জের ফরজ তিনটি যথাঃ

- ১) ইহরাম,
- ২) ওকুফে আরাফা,
- ৩) তাওয়াফে জিয়ারত।

হজ্জের ওয়াজিব - ছয়টি যথাঃ

- ১) মুজদালিফায় অবস্থান,
- ২) শয়তানের উদ্দেশ্য পাথর মারা,
- ৩) কুরবানী করা,
- ৪) মাথা মুভানো,
- ৫) সাফা মারওয়ায় ছায়ী,
- ৬) বিদায়ী তাওয়াফ।

হজ্জের সুন্নাত সমূহঃ

- ১) তাওয়াফে কুদুম (হজ্জে এফরাদ ও কিরানের জন্য)।
- ২) তাওয়াফে প্রথম তিন চক্রে রমল করা (পুরুষের জন্য)।
- ৩) হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা।
- ৪) সাফা-মারওয়ায় মাঝে নির্ধারিত স্থানে দ্রুতচলা (পুরুষের জন্য)।
- ৫) ৮ই জিলহজ্জ সূর্য উদয়ের পর মক্কা থেকে মিনার দিকে রওনা হওয়া, সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা।
- ৬) ৯ই জিলহজ্জের সূর্য উদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়া।

এক নজরে পবিত্র হজ্জ - ২

- ১) আরাফাতে অবস্থানের জন্য গোসল করা।
- ২) আরাফার ময়দান থেকে হজ্জের ইমাম রওনা হওয়ার পর রওনা হওয়া।
- ৩) আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।
- ৪) ১০ই জিলহজ্জ সূর্য উদয়ের পূর্বে মুজদালিফা থেকে মিনায় রওনা হওয়া।
- ৫) মিনার কাজকর্ম সম্পাদন কালে মিনায় রাত্রি যাপন করা।
- ৬) মিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে মুহর্তের জন্যে হলেও মহাসসির উপত্যকায় অবস্থান করা।

হজ্জের মুত্তাহাব সমূহঃ

- ১) হজ্জ পুরুষের জন্য উচ্চস্বরে এবং মহিলার জন্য নিম্নস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।
- ২) যে ব্যক্তি ইফরাদ হজ্জ করে তার জন্য কোরবানী করা।
- ৩) বহিরাগতদের (পুরুষ, মহিলা) মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা।
- ৪) আরাফাতে জাবালে রহমতের কাছে অবস্থান করা।
- ৫) আরাফাতে যোহর ও আসর উভয় নামায একত্রে পড়া (মসজিদে নামিরায)।
- ৬) আরাফাতে অবস্থান কালে অধিক পরিমাণে দোআ করা।
- ৭) সর্বত্র অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করা।
- ৮) জায়গা পাওয়া গেলে দোআর সময় ইমামের পিছনে অবস্থান করা।
- ৯) আরাফাতে হজ্জের ইমামের সন্নিকটে অবস্থান করা।
- ১০) ১০ই যিলহজ্জ ফজরের সময় মুযদালেফায় মাশ'আরুল হারামে অবস্থান করা।
- ১১) ফজরের নামায মাশ'আরুল-হারামে অন্ধকারে অর্থাৎ আওয়াল ওয়াজ্জে পড়া।
- ১২) ১০ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনায় পৌঁছেই অবিলম্বে জামরায় আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা।

হজ্জের মাকরুহ সমূহঃ

- ১) ৯ই জিলহজ্জ মসজিদে নামিরায যোহর ও আসর নামাজ পড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আরাফাতের অবস্থানে দেরী করা।
- ২) ৯ই জিলহজ্জ আরাফাতে অবস্থান করে সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাত ত্যাগ করা।
- ৩) মিনাতে জামরায় অন্যের নিক্ষিপ্ত কংকর কুড়িয়ে নিয়ে কংকর নিক্ষেপ করা।
- ৪) হজ্জ এবং ওমরার ইহরাম সমাপ্ত করার জন্যে কেবল এক-চতুর্থাংশ কেশ মুন্ডন করা অথবা কর্তন করা।
- ৫) (৯-১২)ই যিলহজ্জের রাত্রি গুলো মিনা ছাড়া অন্যত্র রাত্রি যাপন করা।
- ৬) আরনা উপত্যকায় ওকুফে আরাফা এবং মহাসসিরে ওকুফে মুযদালিফা করা।
- ৭) প্রত্যেক ওয়াজিব তরক করা মাকরুহে তাহরীমী এবং প্রত্যেক সুন্নত তরক করা মাকরুহে তানযীহী।

হজ্জের নিষিদ্ধ কাজসমূহঃ হজ্জের সময় স্ত্রী সন্তোষ, পাপ কার্য, ঝগড়া-বিবাদ করা বৈধ নয়। (সূরা বাক্বারা-১৯৭)

ইহরামঃ ইহরামের পোষাক পরিধানে হজ্জ অথবা উমরাহের নিয়্যতে তালবিয়া পাঠ করাকে ইহরাম বলে।

ইহরামের ফরজ সমূহঃ ১) নিয়ত করা। ২) তালবিয়া পাঠ করা।

ইহরামের ওয়াজিব সমূহঃ ১) মিকাতের স্থানে ইহরামের নিয়ত করা, ২) ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

ইহরামের সুন্নাত সমূহঃ ১) ইহরামের পূর্বে ওয়ু, গোসল করা ২) পুরুষের জন্য সেলাই বিহীন কাপড় পড়া ৩) কাপড় ছাড়া চুল, দাড়ি ও শরীরে আতর লাগানো ৪) ইহরামের উদ্দেশ্যে দুই রাকাত নামায পড়া ৫) তালবিয়া তিন বার পাঠ করা ৬) ইহরামের হালাতে অধিক তালবিয়া পাঠ করা।

ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ সমূহঃ ১) স্বামী স্ত্রী মিলন বা সে ধরনের আলাপ ২) খুশবু ব্যবহার ৩) নখ ও চুল কাটা, আঙ্গুল ও চিরনী দ্বারা চুল-দাড়ি আঁচড়ানো ৪) পুরুষের জন্য মাথা বা মুখ ঢাকা ৫) বন্য পশু পাখী শিকার করা বা সে ব্যাপারে সাহায্য করা (৬) সেলাই করা কাপড় পরা ৭) পুরুষের জন্য পায়ের পাতার উপরের উঁচু হার ঢেকে যায় এমন জুতা-ছেভেল পড়া

৮) শরীরের ময়লা ছাফ করা এবং সাবান ব্যবহার করা। মাথা দাড়ি মলিয়া ধোয়া। চুল-দাড়ি এমনভাবে চুলকানো যে চুল দাড়ি উঠে যায় ৯) বালিশের উপর মুখ দিয়ে উপর হয়ে শয়ন করা ১০) পাক করা ছাড়া সুগন্ধি খাবার খাওয়া।

ওকুফে আরাফাঃ ৯ই জিলহজ্জ হজ্জের নিয়্যতে ইহরামের হালাতে আরাফার ময়দানে অবস্থান করাকে ওকুফে আরাফা বলে।

ওকুফে আরাফার ফরজ সমূহঃ ১) হজ্জের নিয়্যতে ইহরামের হালাতে আরাফায় অবস্থান করা ২) উকুফে আরাফা, আরাফা মাঠের সীমানার মধ্যে হওয়া ৩) সঠিক সময়ে ওকুফ করা (৯ই জিলহজ্জ যোহরের ওয়াজ্জ শুরু থেকে ওকুফের সময় শুরু হয়)।

এক নজরে পবিত্র হজ্জ - ৩

ওকুফে আরাফার ওয়াজিবঃ

- ১) ৯ই জিলহজ্জ মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হওয়া পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা।

ওকুফে আরাফার সুন্নাত সমূহঃ

- ১) ওকুফের জন্য গোসল করা।
- ২) যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে ওকুফ করা।

ওকুফে মুযদালিফাঃ ১০ই জিলহজ্জ সুবেহে সাদিকের সময় মুযদালিফায় অবস্থান করাকে ওকুফে মুযদালিফা বলে।

ওকুফে মুযদালিফার ফরজঃ ১) মুযদালিফার সীমানার মধ্যে ওকুফ করা।

ওকুফে মুযদালিফার ওয়াজিব সমূহঃ

- ১) মুযদালিফায় পৌঁছিয়া এশার ওয়াক্ত শুরু হলে মাগরিব ও এশা পরপর এক সাথে আদায় করা।
- ২) সঠিক সময়ে ওকুফ করা অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জ সুবেহে সাদিকের পর হতে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

তাওয়াফে যিয়ারতঃ ১০-১২ই জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত তাওয়াফের নিয়্যতে কাবাঘরের চতুর্দিকে চক্কর দেওয়া।

তাওয়াফের ফরজ সমূহঃ ১) তাওয়াফের নিয়্যত করা। ২) তাওয়াফে চার চক্কর পূর্ণ করা। ৩) কাবা ঘরের বাহিরে মসজিদে হারামের সীমানার মধ্যে তাওয়াফ করা। ৪) নিজে তাওয়াফ করা।

তাওয়াফের ওয়াজিব সমূহঃ ১) পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করা। ২) হাটার শক্তি থাকলে নিজের পায়ে হেটে তাওয়াফ করা।

৩) নিজের ডান দিক থেকে তাওয়াফ শুরু করা। ৪) হাতিমের বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা। ৫) তাওয়াফে সাত চক্কর পূর্ণ করা।

৬) তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত তাওয়াফের নামায পড়া।

তাওয়াফের সুন্নাত সমূহঃ ১) হাজরে আসওয়াদকে হাত দ্বারা স্পর্শ করে অথবা ইশারা করে সে হাতকে চুমু দেওয়া।

২) ইজতেবা করা অর্থাৎ ডান হাত বাহু সহ সম্পূর্ণ কাধ পোষাকের বাহিরে উন্মুক্ত রাখা (পুরুষের জন্য)। ৩) প্রথম তিন চক্করে রমল করা অর্থাৎ বীরত্বের সাথে চলা। ৪) তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করা। ৫) তাওয়াফের শুরুতে তাকবীর বলার সময় দুই হাত কান পর্যন্ত উঠানো। ৬) তাওয়াফের সাত চক্কর বিরতি ছাড়া একা ধারে আদায় করা।

সাদিঃ হজ্জ অথবা উমরাহের তাওয়াফের পর সাফা হতে মারওয়ান পর্যন্ত চলাচল করা। তবে সাফা-মারওয়ান মাঝে নির্ধারিত বিশেষ স্থানে দ্রুত চলাকেই প্রকৃত সাদি বলে।

সাদির ফরজ সমূহঃ ১) সাদির প্রতি চক্করে সাফা মারওয়ান শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছা। ২) সাফা-মারওয়ান মাঝে নির্ধারিত স্থানে সাদি করা অর্থাৎ দ্রুত চলা (পুরুষের জন্য)। ৩) নিজের সাদি নিজেই করা। ৪) তাওয়াফের পরে সাদি করা।

৪) সাফা থেকে সাদি শুরু করে মারওয়ান শেষ করা।

সাদির ওয়াজিব সমূহঃ ১) পবিত্র অবস্থায় সাদি করা। ২) হাটার শক্তি থাকলে নিজের পায়ে হেটে সাদি করা। ৩) সাদিতে সাত চক্কর পূর্ণ করা। ৪) উমরাতে ইহরামের হালাতে সাদি করা। ৫) সাফা-মারওয়ান মাঝে নির্ধারিত স্থানের পূর্ণ জায়গা সাদি করা।

সাদির সুন্নাত সমূহঃ ১) সাদির পূর্বে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেওয়া। ২) সাফা-মারওয়ান পৌঁছে কাবা ঘরের দিকে মুখ করা।

৩) সাদির চক্কর পরপর একসাথে আদায় করা।

পবিত্র হজ্জের আমাল

হজ্জের প্রথম দিন ৮ই জিলহজ্জঃ বাদ ফজর ইহরাম অবস্থায় মক্কা থেকে মিনায় রওনা হওয়া। মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করা এবং রাত্রি যাপন করা।

হজ্জের দ্বিতীয় দিন ৯ই জিলহজ্জঃ ফজরের নামাজ ও গোসল করে মিনা হতে আরাফায় রওনা হওয়া। যোহরের ওয়াক্ত শুরু হতে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হওয়া পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হলে মাগরিবের নামাজ না পড়ে মুজদালিফায় রওনা হওয়া। মুজদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত শুরু হলে এক আযান এক ইক্বামতে মাগরিব ও ইশার নামাজ পর পর আদায় করা। অতঃপর সেখানে রাত্রি যাপন করা।

হজ্জের তৃতীয় দিন ১০ই জিলহজ্জঃ সুবেহে সাদিকের পর আওয়াল ওয়াক্তে মুজদালিফায় ফজরের নামাজ আদায় করে কিছুকন সেখানে অবস্থান করা। জামরায় শয়তানের উদ্দেশ্যে মারার জন্য সর্ব মোট ৪৯টি পাথর এখান থেকে সংগ্রহ করা যায়। তার পর সূর্য উদয়ের সামান্য পূর্বে মিনায় রওনা হওয়া। মিনায় পৌঁছে প্রথমে শুধু বড় শয়তানের লক্ষে ৭টি পাথর মারা। তারপর কুরবানী করা। তারপর মাথার চুল মুড়ানো। এই তিনটি কাজ ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা জরুরী। অতঃপর তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য মক্কায় রওনা হওয়া। অদ্য তাওয়াফ শেষে পুনরায় মিনায় ফিরে এসে রাত্রি যাপন করা।

হজ্জের চতুর্থ দিন ১১ই জিলহজ্জঃ অদ্য যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর প্রথমে ছোট তারপর মেজ এবং তারপর বড় জামরায় শয়তানের উদ্দেশ্যে ৭টি করে মোট ২১টি পাথর মারা এবং মিনায় রাত্রি যাপন করা।

হজ্জের পঞ্চম দিন ১২ই জিলহজ্জঃ অদ্য যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর প্রথমে ছোট তারপর মেজ এবং তারপর বড় জামরায় শয়তানের উদ্দেশ্যে ৭টি করে মোট ২১টি পাথর মারা এবং মাগরিবের পূর্বে মক্কায় রওনা হওয়া।

এক নজরে পবিত্র হজ্জ - ৪

বিঃদ্রঃ ১) ৯ই জিলহজ্জ ফজর হতে ১৩ই জিলহজ্জ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তাকবীরে তাশরীক পড়া সকলের জন্য ওয়াজিব। ২) পবিত্র হজ্জ আদায়কারীদের জন্য ঈদুল আযহার নামাজ মওকুফ। ৩) মক্কা হতে বিদায়ের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

পবিত্র হজ্জের পরের আমালঃ পবিত্র হজ্জের আহকাম ও আমালপূর্ণ করার পর হাজীদের করণীয় কাজ সম্পর্কে হজ্জের আদেশকারী ও ছহীহ হজ্জ কবুলকারী স্বয়ং আলহু তায়াল্লা ইরশাদ ফরমান- যখন তোমরা হজ্জের যাবতীয় কাজ পূর্ণ কর তখন আলহকে স্মরণ কর, যে ভাবে তোমরা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদিগকে স্মরণ করিয়া থাক; বরং আলহর স্মরণ তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। (সূরা বাক্বারাহ-২০০)

পবিত্র হজ্জের আদাব

রক্বুল আ'লামীনের পবিত্র মার্কাজে তাওহীদ বাইতুল্লাহ, মক্কাতুল মুকাররামাহ

মক্কা ও মদীনা শরীফকে পবিত্র হারামাইন শরীফ বলা হয়। এই দুইটি স্থানে সমস্ত ইবাদত ও নেক আমলের মর্তবা অনেক বেশী। যথাঃ মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে যে কোন ইবাদত ও নেক আমলের ছওয়াব পঞ্চাশ হাজার গুন এবং মক্কা শরীফের মসজিদে হারামে প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব একলক্ষ গুন। এই হিসেবে পবিত্র কুর-আন শরীফ এবং কালেমা শরীফের খতমেও লক্ষ খতমের ছওয়াব হাছিল হয়। অতএব এই পবিত্র স্থান সমূহে নিজের তথা সকল উম্মতের নাজাত ও মুক্তির জন্য পবিত্র কুর-আন ও কালেমা শরীফের খতম, মাছনুন দোয়া-দরুদ ও ইস্তিগ্ফারের আমলে মশগুল থাকার সুযোগকে জীবনের বড় পাওয়া ও সৌভাগ্য মনে করা উচিত। হজ্জের সফরে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোন কাজ বা কথা না বলে তাওয়াফ, তিলাওয়াত ও তাসবীহাতের আমলে মশগুল থাকা মকবুল বান্দাগণের আমল। পবিত্র হজ্জ একটি অমূল্য সম্পদ। মানব জীবনের সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত অমূল্য সম্পদ মনে করে এবং হজ্জের সফরকে বিশেষ গণীমত জ্ঞান করে নিজের ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করতে নবী, রসূল (আঃ) ও আউলিয়া কিরামগণ (রহঃ) জীবন-মরণ পণ করে ইবাদত ও নেক আমলে মশগুল থাকতেন। অতএব হজ্জের এই পবিত্র সফরে নিজেকে সৌভাগ্যশালী করতে আমাদেরও বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

রহমাতুল-লিল আ'লামীনের পবিত্র মার্কাজে রেসালাত মসজিদে নববী, মদীনাতুল মুনাও-ওয়ারাহ

স্বয়ং রক্বুল আ'লামীন তাঁর পবিত্র কালামে হজ্জুর (সাঃ) কে রহমাতুল-লিল আ'লামীন উপাধি দ্বারা বিশেষ মর্তবা দান করেছেন। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) গুধমাত্র ঈমান, আমলের হিফাজতের স্বার্থে মক্কার বাড়ীঘর জমি-জমা, অর্থ-সম্পদ সবকিছু ত্যাগ করে হজ্জুর (সাঃ) এর মুহাব্বাতে মদীনাতুল মুনাও-ওয়ারাতে জীবনের শেষ ইচ্ছা ও আশ্রয় স্থানকে মনে-প্রাণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বরণ করেন। সেই মদীনার পবিত্র দরবারে রেসালাতে হাজির হওয়াকে পরম সৌভাগ্য মনে করে রহমাতুললিল আ'লামীন হজ্জুর (সাঃ) এর প্রতি সদা সর্বদা দরুদ ও সালাম পাঠের তৌফিক পাওয়াকে জীবনের সফলতার বড় পাওয়া জ্ঞান করে তাহাতে মশগুল থাকা অতীব জরুরী।

মদীনা-শরীফের বিশেষ আমালঃ

১) নিয়মিত ৪০ ওয়াজ নামাজ জামাতের সাথে তাকবীরে উলাসহ মাসজিদে নববীতে আদায় করা। ২) ফরজ, ওয়াজিব আদায়ের পর বাকী সময় দরুদ ও ছালাম পাঠে মশগুল থাকা, ৩) মদীনা বাসীকে আন্তরিক ভাবে মহাব্বাত করা। সম্ভব হলে আহলে বায়েতের বুয়ুর্গদের খেদমতে হাজির হয়ে সাধ্যমত হাদীয়া পেশ করে দোয়া চাওয়া এবং হজ্জুর (সাঃ) এর রুহানী ফয়োজ ও জিয়ারতে হাক্কীকী লাভের আশা করা। ৪) পবিত্র মদীনা এবং মদীনা বাসীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ না করা। পবিত্র হজ্জের প্রার্থনাঃ আয় আলাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি নেকীপূর্ণ হজ্জের ও হজ্জ সফল হওয়ার প্রচেষ্টার এবং গুনাহের ক্ষমা লাভের ও মকবুল নেক আমলের, আর উভয় জাহানে লাভবান ব্যবসার। আয় আন্তরযামী! আয় আলাহ! আমাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যাও।

পবিত্র হজ্জের পরে ডিজাইন ও মুজাই-ইন অর্থাৎ সাজ ও কাজঃ পবিত্র হজ্জের পর আমি যে ছুরত ধারণ করে যে কাজ কর্ম করবো তাহাই আমার ডিজাইন বা মুজাইইন।

ডিজাইইনঃ নিজের পছন্দের ছুরতে আপন মনের কাজকর্ম করাকে নিজের ডিজাইন বলে।

মুজাই-ইন (সৌন্দর্য)ঃ আলহর রেজামন্দি হাসিলের জন্য তাঁহার পছন্দের ছুরত ধারণ করে সকল কাজকর্ম তাঁর পছন্দমত করাকে মুজাই-ইন বলে। এ মর্মে তিনি ইরশাদ ফরমান “ধন-সম্পদ ও সম্মান-সন্ততি দুনিয়ার যীনাতে (সৌন্দর্য) মাত্র আর স্থায়ী নেক কাজসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম।” (সূরা কাহাফ-৪৬)